ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে
যোগাযোগের নবদিগন্ত
এম জসীম উদ্দিন

ঢাকা একটি ঘনবসতিপূর্ণ শহর, যেখানে ১৮ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে। নগরীর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবহণ খাতও সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক পরিবহণের ফলে উচ্চ মাত্রার যানজট সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। মানুষের কর্মঘন্টা এবং জ্বালানি অপচয় হচ্ছে। ফলে মানুষ আর্থিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত । এই তীব্র যানজট কমানোর জন্য, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাংলাদেশ সরকার) একটি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) ভিত্তিতে ৪৬.৭৩ কি.মি দৈর্ঘ্যের (র‍্যাম্পসহ) এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মূল অংশের দৈর্ঘ্য ১৯.৭৩ কি.মি. যাতে র‍্যাম্প ৩১ টি। প্রকল্পটি দৈর্ঘ্যর ভিত্তিতে ৩টি ভাগে বিভক্ত। ১ম ধাপ-এক্সপ্রেসওয়ে দৈর্ঘ্যের ৭.৪৫ কি:মি (৩৮%)। ২য় ধাপ- এক্সপ্রেসওয়ে ৫.৮৫ কি.মি (৩০%)। ৩য় ধাপ-এক্সপ্রেসওয়ে দৈর্ঘ্যের অবশিষ্টাংশ (৩২%)

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (এফডিইই) হলো বাংলাদেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প, যেটি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর-কুড়িল-বনানী-মহাখালী-তেজগাঁও-মগবাজার-কমলাপুর-সায়েদাবাদ-যাত্রাবাড়ী-ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক(কুতুবখালী) এবং তারপর ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের সাথে সংযোগের আগে যাত্রাবাড়ীর উপর দিয়ে সারিবদ্ধকরণের মাধ্যমে নিউ এয়ারপোর্ট রোডের পাশাপাশি চলবে। লিং

ক: পলাশী-কাঁটাবন-হাতিরপুল-হোটেল সোনারগাঁ (বাকসিডে) - মগবাজার রেল ক্রসিং। রাজধানীতে অসহনীয় যানজট নিরসনের জন্য বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পগুলির মধ্যে এটি একটি। সংযোগ সড়কসহ এটির দৈর্ঘ্য হবে ৪৬.৭৩ কিলোমিটার এবং ব্যয় ৮,৯৪০ কোটি টাকা, Viability Gap Funding (VGF)=২৪১৩ কোটি টাকা। ইতালি-থাই ডেভোলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড ১.০৬২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি করেছে চায়না রেলওয়ে কন্সট্রাকসন কর্পোরেশন এর সঙ্গে এক্সপ্রেসওয়েটি নির্মাণের জন্য। প্রথম ধাপের এয়ারপোর্ট-বনানী রেলস্টেশন পর্যন্ত অগ্রগতি ৫৬ শতাংশ। দ্বিতীয় ধাপের বনানী রেলস্টেশন-মগবাজার ও তৃতীয় ধাপের মগবাজার-চিটাগাং রোডের কুতুবখালী পর্যন্ত প্রস্তুতিমূলক কাজ চলমান। ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ পরীক্ষামূলক পাইলিং উদ্বোধন করা হয়।

এক্সপ্রেসওয়ের উদ্দেশ্য হলো ঢাকা শহরের উত্তর-দক্ষিণ অংশের সংযোগ ও ট্রাফিক ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি। যাত্রাসময় হ্রাস ও ভ্রমণ আরামদায়ক করা, উত্তর ও দক্ষিণ গেইটওয়ের সংযোগ উন্নতকরা, এশিয়ান হাইওয়ে (AH) করিডর এ উন্নত পর্যায়ের সেবা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আঞ্চলিক সংযোগকে উন্নত করা, যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন, যোগাযোগ ব্যয় এবং যানবাহন পরিচালন খরচ হ্রাস করা। ট্র্যাফিক ক্ষমতার একটি অতি প্রয়োজনীয় বৃদ্ধি প্রদানের পাশাপাশি, এক্সপ্রেসওয়েটি বিদ্যমান ওভারলোডযুক্ত রাস্তাগুলি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হবে। এক্সপ্রেসওয়েতে প্রবেশ এবং বাহিরের ডিজাইন এমনভাবে করা হবে যাতে বিদ্যমান সুবিধাগুলিতে যানজট যুক্ত না হয়। কালভার্ট নির্মাণ, টোল প্লাজা, আন্ডারপাস এবং ওভারপাস, লে বাই, রাস্তার পাশের সুবিধাসহ প্রায় ২৩ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নকশা, নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ; কম্পিউটারাইজড টোল আদায় ব্যবস্থা স্থাপন, পর্যাপ্ত আলো সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত সুবিধাসহ পরিষেবা এলাকার উন্নয়নও ডিজাইনের ভিত্তিতে করা হচ্ছে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে একটি চার লেনের প্রধান ক্যারেজওয়ে এবং একটি এলিভেটেড লিঙ্ক রোড নির্মাণ করা, যার মধ্যে রয়েছে: মোট ১৯.৭৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের চার লেনের ডুয়েল মেইন ক্যারেজওয়ে, ৩.১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের চার লেনের ডুয়াল লিঙ্ক-রোড ক্যারেজওয়ে, ২৩.৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৩২ টি অন-অফ র‍্যাম্প (৫.৫ মিটার প্রস্থের এক লেনের ক্যারেজওয়ে), ৮টি টোল প্লাজা এবং ৪৩টি টোল সংগ্রহের বুথ।

সেতু বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সরকার তার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় যানজট কমাতে ঢাকা পূর্ব পশ্চিম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের প্রস্তাব করেছে। ২০১৬ সালে চূড়ান্ত করা প্রাথমিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৬,৩৮৯ কোটি টাকা। প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করার পর মালয়েশিয়ার একটি কোম্পানি প্রকল্পটির অর্থায়নে সম্মত হয়। পরে চীন সরকারও এ প্রকল্পে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু, দুই পক্ষ থেকে কোনো অর্থায়ন না আসায় সরকার পিপিপি ভিত্তিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। তারই ধারাবাহিকতায় অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির ৩৪তম বৈঠকে পিপিপি ভিত্তিতে এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন দিয়েছে। প্রস্তাবিত এক্সপ্রেসওয়ের রুট হলো ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের হেমায়েতপুর-নিমতলী-কেরানীগঞ্জ-ইকুরিয়া-জাঞ্জিরা-ফতুল্লা-হাজীগঞ্জ বন্দর-মদনপুর। এক্সপ্রেসওয়ের ইন্টারচেঞ্জ হেমায়েতপুর, ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক, নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে প্রস্তাবিত। প্রকল্পটি শেষ হলে ঢাকা শহরে প্রবেশ না করে পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল থেকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ২০টি জেলায় যান চলাচল সহজ হবে। গড়ে প্রতিদিন ৩৮০০০ এর বেশি যানবাহন এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করবে।

সরকারের পিপিপি কর্তৃপক্ষের মহাপরিচালক মোঃ আবুল বাশার বলেন, প্রকল্পটি পিপিপি- নির্মাণ, নিজের, পরিচালনা এবং স্থানান্তর (BOOT) পদ্ধতিতে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের বিনিয়োগকারীরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য

টোল আদায়ের পর এক্সপ্রেসওয়েটি সরকারের কাছে হস্তান্তর করবেন। একবার নির্মিত হলে ২৪ কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ে হযরত শাহজাহাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের আবদুল্লাহপুর, আশুলিয়া, বাইপাইল এবং ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (DEPZ) এর সাথে সংযুক্ত করবে। এক্ষেত্রে যানবাহনকে টোল দিতে হবে । এটি ৩০টি জেলার লোকদের দ্রুত এবং সহজে রাজধানীতে প্রবেশ এবং প্রস্থান করার জন্য সহায়ক হবে। বিমানবন্দরকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পয়েন্টে যুক্ত করার জন্য ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস

ওয়ে নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে–২০ কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ে -- বিমানবন্দর-বনানী-মগবাজার-কমলাপুর-সায়দাবাদ-যাত্রাবাড়ী-কুতুবখালী -- খোলার সংশোধিত সময়সূচি জুন ২০২৩। উভয় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে চালু হয়ে গেলে, দেশের উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা রাজধানীর বহুবর্ষজীবী যানজট এড়াতে সক্ষম হবে কারণ তারা বিদ্যমান শহরের রাস্তায় যাতায়াত না করেই শহরের একপাশ থেকে অন্য দিকে যাবে। .জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) অনুমোদনের পর চার বছর আগে ২৪ কিলোমিটার ঢাকা-আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে চীনা কর্তৃপক্ষ ঋণ অনুমোদনে বিলম্ব করায় কাজ শুরু করা যায়নি। এখন চার বছরের মধ্যে কাজ শেষ করতে চায় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ। সরকার প্রাথমিকভাবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং ২০১১ সালের জুলাই মাসে অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি এটি অনুমোদন করে। সেই সময়ে এক্সপ্রেসওয়ের প্রস্তাবিত দৈর্ঘ্য ৩৪ কিলোমিটার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হযেছিল এবং প্রকল্পটির ব্যয় ২ বিলিয়ন ডলার ছিল। তবে নকশা ও তহবিল উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। সরকার তখন চীনের সাথে সরকার-টু-সরকার (G2G) চুক্তির অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ঢাকা সফরের সময় স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা স্মারক অনুসারে $ ২০ বিলিয়ন ঋণ প্রদানের আশ্বাস দেয়। ২০১৭ সালের অক্টোবরে, একনেক প্রকল্পটি এগিয়ে নিয়েছিল এবং জুন ২০২২ এর জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল। ২০১৭ সালের আগস্টে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশনের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু অক্টোবর ২০১৮ সালে চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো ঋণের আবেদন মুলতুবি থাকায় প্রকল্পের কাজ শুরু করা যায়নি।

সূত্র জানায়, চীনা এক্সিম ব্যাংক গত বছরের নভেম্বরে ঋণটি অনুমোদন করে এবং তারপর উভয় পক্ষ ঋণ চুক্তির খসড়া নিয়ে আলোচনা করে। আইন মন্ত্রণালয় খসড়াটি যাচাই করার পর, এটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল । চুক্তি অনুসারে, চুক্তি স্বাক্ষরের পরে চীনা ঠিকাদাররা কাজ শেষ করার জন্য সর্বাধিক ৬২ মাস সময় পাবে ইতিমধ্যে কিছু কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে, ১০.৮৩ কিলোমিটার র‍্যাম্প, দুটি ১.৯৫কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার, ১৪.২৮ কিলোমিটার চার লেনের রাস্তা এবং ১৮ কিলোমিটার ড্রেনগুলির উভয় পাশে ঢাকায় যানজট এড়াতে উত্তরের জেলাগুলো থেকে আসা যাত্রীবাহী বাস ও পণ্যবাহী যানবাহনকে সরাসরি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যেতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির নির্বাহী চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম বলেন, ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে যেসব পক্ষ আগ্রহ দেখিয়েছে তাদের মধ্যে সৌদি কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন অন্যতম।

অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৩৫.৪২%। ট্রাঞ্চ অনুযায়ী অগ্রগতি নিম্নরূপ:
(১ম ধাপ) ১৪৮২ টি পাইলের সবকটি সম্পন্ন, ৩২৯ টি পাইল ক্যাপ এর মধ্যে ২৯০ টি সম্পন্ন , ৩২৯ টি কলামের মধ্যে ২৮৫টি সম্পন্ন, ৩২৯ টি ক্রস-বিমের মধ্যে ২৩৫টি সম্পন্ন, ৩০৭২ টি আই গার্ডারের মধ্যে ১৪৫২ টির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ৩০৭২ টি আই গার্ডারের মধ্যে ১২৩৪ স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যার ভৌত অগ্রগতি-৭০.৭৬%। (২য় ধাপ) বনানী রেলষ্টেশন ও তেজগাঁও রেলস্টেশন এলাকায় Batching plant, Stack yard ও Construction yard নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বনানী হতে তেজগাঁও পর্যন্ত ২১৭৯ টি পাইলের মধ্যে ১২৫৩টি, ৬৩১ টি পাইল ক্যাপ এর মধ্যে ১২৫ টি, ৬৩১ টি কলামের মধ্যে ৯৯টি ও ৬৩১ টি ক্রস-বিমের মধ্যে ০৩টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে ভৌত অগ্রগতি-২৪.৪৯ %।

বর্তমানে ঢাকা শহরে যানজটের যে ভয়াবহ অবস্থা তা থেকে পরিত্রাণের উপায় হতে পারে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা শহরের যানজট অনেকাংশে কমে যাবে এবং ভ্রমনের সময় ও খরচ হ্রাস পাবে বলে বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস। একটি দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ার পাশাপাশি জিডিপিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। ভয়াবহ যানজটে নাকাল ঢাকাবাসী অধীর আগ্রহে সরকারের দূরদর্শি পরিকল্পনার সুফল ভোগের অপেক্ষায় ।

#

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা
১১.০৪.২০২২ পিআইডি ফিচার